আমার শত্রু আমি

মাহমুদ বিন নূর

রাইয়ান প্রকাশন

আমার শত্রু আমি

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২৩

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল
raiyaanprokashon@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক
তরফদার প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
আহমদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা
সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য
১৮০/- টাকা

Amar Shotru Ami
Published By: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

উৎসর্গ

তাকে—

যার জন্য আমি দু'আ করি। তাকে আমি চিনি না। তাকে আমি দেখিও নাই। আমাদের বন্ধনটাও হয়নি এখনও। তবে সে যে আমার, আমি যে তার—সেটা লাওহে মাহফুজে পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ।

এজন্য বলি—

তুমি এসো না আমার শহরে বিষাদের ছায়া হয়ে—

তুমি এসো রহমতের বৃষ্টি হয়ে।

ভিজতে চাই তোমার ঐ আলতো আলিঙ্গনে—

সিক্ত হবে মনপ্রাণ, বিদূরিত হবে অন্ধকার!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না, মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে। সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৪৪

লেখকের কথা

পিঁপড়েকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার শত্রু কে? সে বলবে, আমার শত্রু টিকটিকি। টিকটিকিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার শত্রু কে? সে বলবে বিড়াল। বিড়ালকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার শত্রু কে? সে বলবে কুকুর। কুকুরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার শত্রু কে? সে বলবে শিয়াল। হরিণকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার শত্রু কে? সে বলবে বাঘ। বাঘকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার শত্রু কে? সে বলবে সিংহ। ঠিক তেমনি, যখন কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার শত্রু কে? সে বলবে, আমার শত্রু অমুক, আমার শত্রু তমুক। সবাই একে-অন্যের নাম উল্লেখ করেই তার শত্রুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

আজ পর্যন্ত অনেকের কাছেই তাদের শত্রুর কথা জানতে চাইলাম— কেউ বলে অমুক, কেউ বলে তমুক। শুধু তাই নয়; কেউ কেউ তো নিজ সহোদর ভাইকেও শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে। কিন্তু, আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, তোমার শত্রু কে? তখন আমি অকপটে, এক বাক্যে বলি—'আমার শত্রু আমি'।

আজ অবধি কাউকেই দেখলাম না, তার অভ্যন্তরীণ নিজ শত্রুর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে। কেউ বললো না, সে নিজেই নিজের শত্রু। সবাই অমুক-তমুককে শত্রুর তালিকায় উল্লেখ করলেও, কেউ বলে না—'আমিই আমার শত্রু।'

অথচ, সে তার শত্রুকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটাতাজা করছে। তাকে আরাম-আয়েশ দিয়ে তার কাছে সুখ বিক্রি করছে। তার মাঝেই নিজের সকল স্বপ্ন বিসর্জন দিচ্ছে। তার বদৌলতেই নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। এমনকি, তার সুখের দিক তাকিয়েই জান্নাতের চাবিকাঠি হারাচ্ছে।

কত মানুষকে দেখলাম, অন্যের চিন্তায় বিভোর। কত মানুষকে দেখলাম বাহ্যিক শত্রু নিয়ে সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু, খুব কম মানুষকে দেখলাম, যারা আপন শত্রু নিয়ে চিন্তিত। খুব কম মানুষকেই দেখলাম, তার আপন শত্রুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। সবাই যার যার মতো চলছে, গোপনে গোপনে নিজের ক্ষতি নিজেই করছে। দিনশেষে দোষটা দিচ্ছে—অমুককে, তমুককে, সাথে যেই কাজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত—সেই কাজটিকে। অথচ, সেই ক্ষতিটা যে নিজের দ্বারাই সম্পাদিত, সেটা খুব কম মানুষই অবগত। তারা জানেই না, খুদ নিজের ক্ষতি নিজে করছে; নিজের উপর জুলুম করছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না, মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে।[১]

এই আয়াতের দ্বারা এটাই প্রমাণিত—আমরা নিজেরাই নিজের ক্ষতি করি; নিজেরাই নিজের উপর জুলুম করি। দিনশেষে, কেন অন্যের শত্রুতাকে এত ভয় করি?

যাহোক, আমাদের নিজের শত্রুকে চেনা দরকার। জানা দরকার, আমাদের অভ্যন্তরীণ শত্রুটা কীভাবে ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে তার পরিকল্পনা সাজায়। বুঝা দরকার, অন্যের ঠুনকো শত্রুতা থেকে স্বীয় আপন শত্রুর শত্রুতা কতটা ভয়ানক। সে পারে খুব সহজেই আমাদের দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে লাঞ্ছিত করতে। সে পারে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে আমাদের হেনস্তা করতে। সে পারে সর্বক্ষেত্রে আমাদের ক্ষতি করতে। এতদসত্ত্বেও, আমরা তার শত্রুতা থেকে পুরোপুরি বে-মালুম।

এজন্য, এই শত্রুকে চিনতে ও চেনাতে আমাদের এবারের প্রচেষ্টা। 'নফসের বিরুদ্ধে লড়াই' ও 'শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই' -এর পর এবার তার ধারাবাহিকতায় 'আমার শত্রু আমি' বইটিতে আমাদের ক্ষুদ্র মেহনত। আশা করি পাঠক, এখান থেকে উপকৃত হতে পারবে, ইন শা আল্লাহ। পারবে নিজের প্রকৃত শত্রুর সঙ্গে পরিচিত হতে।

আর হ্যাঁ, বইটি শেষ করার পর মনে হতে পারে—এটা তো অসম্পূর্ণ-অসমাপ্ত। মনে হবে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, এটা যে অসমাপ্ত। ইন শা আল্লাহ, এটার দ্বিতীয় সিকোয়েন্স খুব শীঘ্রই আসবে । আর অবশ্যই, পুরো বইয়ে ভুল বা অসংগতিপূর্ণ কিছু চোখে পড়লে আমাদের অবগত করবেন।

মাহমুদ বিন নূর

লেখক, সম্পাদক, উদ্যোক্তা
Email: mahmud754325@gmail.com

১. সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৪৪

সূচিপত্র

১. আমার শত্রু আমি, দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া কিনি ১০
২. আমিই আমার ধর্ষক.....২৪
৩. অসংযত জবান, শত্রু-তুল্য..... ৩১
৪. আমার দুআ কবুল হয় না..... ৩৯
৫. সময় নষ্ট করেছি, নিজের ক্ষতি নিজে করেছি..... ৪৯
৬. মৃত অন্তর, এলোমেলো জীবন..... ৫৪
৭. ফলাফল ৫৯
৮. হেদায়েত পেয়েও, ধরে রাখতে পারিনি..... ৬২
৯. ইস্তেগফার, সকল সমস্যার সমাধান ৬৬
১০. রহমতের সূর্য, হতাশার ছুটি ৭১
১১. হতাশার মায়াজাল, ক্ষতি সাধনের মুক্ত পাল..... ৭৩
১২. সুখের পিয়ালা বিক্রি করে, সুখের সন্ধান করি ৭৯
১৩. তাওয়াক্কুল, চিন্তা মুক্তির মাধ্যম ৮৫
১৪. তিনি যা করেন, আমাদের কল্যাণের জন্যই করেন ৮৮
১৫. অনুসরণ-অনুকরণ-অন্যের সাথে তুলনা.....৯৩
১৬. বিপদ-আপদ ও ধৈর্যের সুফল.....১০২
১৭. এলোমেলো চিন্তা, এলোমেলো কাজ, এলোমেলো জীবন .. ১০৬

আমার শত্রু আমি,
দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া কিনি

দুনিয়ার প্রতি মহব্বত, দুনিয়ার প্রতি ভালো লাগা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি—এ- সব কিছুই আপনার আমার জন্য বিরাট ক্ষতিকর। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা কতটা ভয়ানক—তা কেবল একজন দুনিয়ামুখী ব্যক্তিকে দেখলেই বোঝা যায়। একজন দুনিয়ামুখী ব্যক্তি আর আখেরাতমুখী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যটা আকাশ-পাতাল।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, দুনিয়ার প্রতি ভালো লাগা—এ- সবকিছুই আমাদের ঈমান ও আখলাক বিনষ্টের কারণ। কেননা, যখনই দুনিয়ার প্রতি আপনার-আমার ভালো লাগা তৈরি হবে, যখনই তার প্রতি আসক্তি কাজ করবে—তখনই ধীরে ধীরে তাকওয়া বিদূরিত হতে থাকবে। ঈমান হ্রাস পেতে থাকবে। এমনকি, ইবাদত-বন্দেগীর স্বাদও ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। এক সময় ইবাদত-বন্দেগী করতে আর মন-ই চাইবে না। এক পর্যায়ে ঈমান হ্রাস পেয়ে, ইবাদত-বন্দেগী ভুলে, হারিয়ে যাব দুনিয়ার মোহে। হাবুডুবু খাব দুনিয়া নামক এই অন্ধকার জগতে।

মনে রাখবেন, দুনিয়ার মোহ, দুনিয়ার প্রতি ভালো লাগা, দুনিয়ার প্রেমে মত্ত থাকা কেবল নিজের সাথে নিজের-ই ছলনা। এই দুনিয়ার জীবন কেবলই এক ধোঁকার নাম। দুনিয়ার জীবনে ঘটিত প্রতিটা মুহূর্তই যেন একেকটা খেল-তামাশা। কেন জানি মনে হয়, এগুলো কেবল ধোঁকার রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এক অভিনব ক্ষতি-সাধনের প্রতিযোগিতা। এ- যেন বিরাট এক ধোঁকা, এক বিরাট ছলনা। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অনুবাদ: তোমরা জেনে রাখো—দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। আর এর উপমা হলো বৃষ্টির মত—যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।[১]

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—এই দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা বুঝা যায়, দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হওয়া, দুনিয়ার মোহে আটকে পড়া মানে হচ্ছে, নিজেই নিজেকে ধোঁকার দিকে ঠেলে দেয়া। আর নিজেই নিজেকে ধোঁকার দিকে ঠেলে দেয়া মানে হচ্ছে, নিজেই নিজের ক্ষতি করা।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

১ সূরা আল হাদিদ- ২০

> অনুবাদ: মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা— নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।[১]

নারী, সন্তানাদি, ধন-সম্পদ, ফসলাদি—ইত্যাদি বিষয়গুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি লোভ ও আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কাজ করে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

> অনুবাদ: আর আপনি তাদের জন্য পেশ করুন দুনিয়ার জীবনের উপমা; তা পানির মত—যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি। অতঃপর তার সাথে মিশ্রিত হয় যমীনের উদ্ভিদ। ফলে তা পরিণত হয় এমন শুকনো গুঁড়ায়, যাকে বাতাস উড়িয়ে নেয়। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[২]

দুনিয়া যে অস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী, এই আয়াতে সেই কথাই তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষেতের ফসলাদি ও গাছ-পালার উপর যখন বৃষ্টির পানি পড়ে, তখন ভূমি তা গ্রহণ করে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। আবার ঐসব ফসলাদি যখন পানি না পায়, তখন তা শুকিয়ে যায়।

"পার্থিব জীবনও বাতাসের এক ঝটকা বা ক্ষেতের মত—যা কিঞ্চিত চাকচিক্য দেখিয়ে এক সময় ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়ে। আর এই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ সেই সত্তার হাতে, যিনি একক এবং প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বশক্তিমান।

---

১ সূরা আল ইমরান- ১৪

২ সূরা কাহাফ- ৪৫

মহান আল্লাহ দুনিয়ার এই দৃষ্টান্ত কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন।" (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহি. বলেন— আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে এ- ধরনের আরও একটি উপমা পেশ করেন।

দুনিয়ার জীবন একজন দর্শনার্থীর দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর। সে যখন নীরবে নিভৃতে জীবনের সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকে, তখন জীবন তাকে এনে দেয় অনাবিল আনন্দ। ফলে, জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে সে এবং এ- জীবনকে তার জীবনের স্থায়ী সমাধান ভাবতে থাকে। আর সে মনে করে, সে নিজেই এ- জীবনের মালিক এবং এ- জীবনকে ধরে রাখতে সে নিজেই সক্ষম। অতঃপর এই ধারণা তার পাল্টে যায়। জীবনের প্রতি যে এত নির্ভরশীল ও আসক্ত ছিল, সে জীবনকে আকস্মিকভাবেই তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। তৈরি করা হয় তার ও জীবনের মাঝে সুবিশাল প্রাচীর। তখন সে হয়ে পড়ে নিরুপায়। চাইলেও পারে না কিছু করতে। যেখানে তার ক্ষমতাই নাই, যেখানে সে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী—সেখানে তার কী-ই বা করার আছে!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার এ- জীবনকে জমিনের সাথে তুলনা করেন। জমিনে যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন তা বীজের সাথে মিশে ভরপুর ফসল উৎপন্ন করে। ফসলের অপরূপ সৌন্দর্য একজন কৃষকের মুখে আনন্দ ফুটায়। ঠিক তখনই সে পড়ে যায় ধোঁকায়। ধোঁকায় পড়ে ভাবতে থাকে, সে নিজেই ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম। এমতাবস্থায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে এক নিমিষেই নষ্ট হয়ে যায় উক্ত ফসল। আর ফসলের অবস্থা এতটাই বেহাল হয় যে, মনে হয় তাতে কখনো ফসলই ছিল না।

ঠিক দুনিয়ার জীবনের অবস্থা এরকমই। যারা দুনিয়ার জীবন আঁকড়ে ধরে তাদের পরিণতিও এরকম। (যারা কেবল দুনিয়া দুনিয়া করবে, যারা কেবল দুনিয়া সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, যারাই কেবল দুনিয়ার চাকচিক্যে মুগ্ধ থাকবে—তাদের জীবনটাই এমন পর্যায়ে পৌঁছুবে। অর্থাৎ, এক সময় এমন এক দমকা হাওয়া আসবে, অতঃপর তার পুরো জীবনটাই করে দিবে এলোমেলো। তার অবচেতন মনের ভুলভাল চিন্তাভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা, তার

নিজের প্রতি নির্ভরশীলতা ও সক্ষমতা— এ- সবকিছুই এক নিমিষে উধাও হয়ে যাবে।)[১]

আমাদের মনে রাখতে হবে, এই দুনিয়ার জীবন কেবলই ধোঁকার জায়গা। এই দুনিয়ার জীবন কেবলই খেল-তামাশা। অপরদিকে, আখেরাতের জীবনটাই আসল জীবন।

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْو وَلَعِب ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأٓخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٦٤

অনুবাদ: আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।[২]

দুনিয়াবি ভোগবিলাস, দুনিয়ার প্রতি কামনা বাসনা ও আসক্তি— এ- সবকিছু থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরত ছিলেন। কখনো দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও আকাঙ্ক্ষা মনগহীনে জায়গা দেন নি। ফলে, দুনিয়ার প্রতি তৈরি হয় নি কোনো ধরণের ভালো লাগা; তৈরি হয় নি কখনো লালসা। যার ফলাফল: সুন্দর জীবন, ঈমানী জজবা ও একনিষ্ঠ তাকওয়া। আর এই বিষয়টি একটি হাদীসের অংশ থেকেই প্রতীয়মান হয়। হাদীসের অংশবিশেষ নিম্নরূপ—

فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيْرِ فِيْ جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ

১. এলামুল মুউকীয়িন ১/১৫৩।)

২. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৬৪

كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ.

অনুবাদ: অতঃপর, যখন আমি উম্মু সালামাহ -এর কপোপকথন পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুচকি হাসলেন। এ- সময় তিনি একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সল্ম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ। আর মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহর রাসুল।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন—'তুমি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি?'[১]

এই হাদিসের অংশবিশেষ থেকে এটাই প্রতিয়মান হয়— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই দুনিয়ার ভোগবিলাসের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। সর্বদা তিনি আখেরাত নিয়েই ফিকির করতেন। সবসময় তিনি আখেরাতের সেই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন কামনা করতেন। তিনি জানতেন ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন— দুনিয়ার এই অস্থায়ী ভোগবিলাস আখেরাতের জীবনের কাছে অতি নগন্য। তাই তো তিনি দুনিয়ার মোহে না পড়ে সর্বদা আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। অথচ, আজ আমরা আখেরাতের কথা ভুলে দুনিয়াকে করেছি আপন—

হারিয়েছি ঈমানের চেতনা,

ভুলে গেছি রবের ফায়সালা।

১. সহিহ বুখারী- ৪৯১৩